কম্পিটেন্সি বেজড লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস (সিবিএলএম)

নীট সুইং মেশিন অপারেশন

লেভেল-০২

(আরএমজি অ্যান্ড টেক্সটাইল সেক্টর)

মডিউল শিরোনামঃ নীট কাপড় ও পোশাক সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা

(Module Title: Interpret Knit Fabrics and Garments)

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

সক্ষমতাভিত্তিক শিখন উপকরণ ব্যবহার নির্দেশিকা 3
মডিউলের বিষয়বস্তু 7
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) -১ 10
ইনফরমেশন শিট (Information Sheet): ১-১ 11
সেলফ চেক শিট (Self Check Sheet) ১-১ 19
উত্তরশিট (Answer Key) ১-১ 21
জব-শিট (Job Sheet) ১-১ 23
স্পেসিফিকেশন-শিট (Specification Sheet)-১-১ 25
শিখনফল (Learning Outcome)-২: নীট পোশাক সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন। 27
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) -২ 28
ইনফরমেশন শিট (Information Sheet): ২-১ 29
সেলফ চেক শিট (Self Check Sheet)- ২-১ 35
উত্তরশিট (Answer key)-২-১ 36
জব শিট (Job Sheet)-২-১ 38
স্পেসিফিকেশন-শিট (Specification Sheet)-১-১ 40
শিখনফল (Learning Outcome) -৩: নীট কাপড়ের হ্যান্ডেলিং পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন। 41
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) 42
ইনফরমেশন শিট (Information sheet): ৩-১ 43
সেলফ চেক শিট (Self Check Sheet) - ৩-১ 45
উত্তরশিট (Answer Key)- ৩-১ 46
সক্ষমতা পর্যালোচনা (Review of Competency) 47

সক্ষমতাভিত্তিক শিখন উপকরণ ব্যবহার নির্দেশিকা

এই মডিউলে প্রশিক্ষণ উপকরণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই কার্যক্রমগুলো প্রশিক্ষনার্থীকে সম্পন্ন করতে হবে। নীট সুইং মেশিন অপারেশন অকুপেশন এর একটি অন্যতম ইউনিট হচ্ছে নীট কাপড় ও পোশাক সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা।

এই মডিউল সফলভাবে শেষ করলে শিক্ষার্থীরা নীট কাপড় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন, নীট পোশাক সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং নীট কাপড়ের হ্যান্ডেলিং পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন। একজন দক্ষ কর্মীর যে সকল প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ইতিবাচক মনোভাব প্রয়োজন হয় তা এই মডিউলে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এই মডিউলে বর্ণিত শিখনফল অর্জনের জন্য যে সকল শিক্ষার্থীকে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। এইসব কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীকক্ষে বা অন্যত্র সম্পন্ন করা যেতে পারে। বর্ণিত শিখনফল তথা জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের জন্য এসব কার্যক্রমের পাশাপাশি সংশিষ্ট অনুশীলন ও সম্পন্ন করতে হবে।

শিখন কার্যক্রমের ধারা জানার জন্য "**শিখন কার্যক্রম**" অংশটি অনুসরণ করতে হবে। ধারাবাহিকভাবে জানার জন্য সূচিপত্রে, তথ্যশিট, কার্যক্রম শিট, শিখন কার্যক্রম, শিখনফল এবং উত্তরপত্রে পৃষ্ঠা নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে। নির্দিষ্ট পাঠের সাথে সঠিক সহায়ক উপাদান সম্পর্কে জানার জন্যে শিখন কার্যক্রম অংশটি দেখতে হবে। এই শিখন কার্যক্রম অংশ শিক্ষার্থীর সক্ষমতা অর্জন অনুশীলনের রোডম্যাপ হিসাবে কাজ করে।

তথ্যপত্রটি পড়তে হবে। এতে কার্যক্রম সম্পর্কে সঠিক ধারণা এবং সুনির্দিষ্টভাবে কাজ করার ধারণা পাওয়া যাবে। 'তথ্যশিটটি' পড়া শেষ করে 'সেলফ চেক শীট' এ উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করতে হবে। শিখন গাইডের তথ্যশিটটি অনুসরণ করে 'সেলফ চেক শিট' সমাপ্ত করুন। 'সেলফ চেক' শীটে দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর সঠিক হয়েছে কী না তা জানার জন্য 'উত্তর পত্র' দেখতে হবে।

জব শীটে নির্দেশিত ধাপ অনুসরণ করে যাবতীয় কার্য সম্পাদন করতে হবে। এখানেই শিক্ষার্থী সক্ষমতা অর্জনের পথে নতুন জ্ঞান কাজে লাগাতে পারবে।

এই মডিউল অনুযায়ী কাজ করার সময় নিরাপত্তা বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। কোনো প্রশ্ন থাকলে শিক্ষার্থীগণ ফ্যাসিলিটেটরকে নিঃসংকোচে প্রশ্ন করতে পারবেন।

এই শিখন গাইডে নির্দেশিত সকল কাজ শেষ করার পর অর্জিত সক্ষমতা মূল্যায়ন করে শিক্ষার্থীগণ নিশ্চিত হবে যে, সে পরবর্তী মূল্যায়নের জন্য কতটুকু উপযুক্ত। প্রয়োজনীয় সব সক্ষমতা অর্জন হয়েছে কীনা তা জানার জন্য মডিউলের শেষে সক্ষমতা মান এর একটি চেকলিস্ট দেওয়া হয়েছে। এই তথ্যটি কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর নিজের জন্য।

মডিউলের বিষয়বস্তু

মডিউল শিরোনাম: নীট কাপড় ও পোশাক সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা।

মডিউলের বর্ণনা: নীট কাপড় ও পোশাক সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ সম্পর্কিত কাজগুলো এই মডিউল এ অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। এতে নীট কাপড় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারা, নীট পোশাক সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারা এবং নীট কাপড়ের হ্যান্ডেলিং পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারার দক্ষতাসমূহ অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

নমিনাল সময়: ১০ ঘন্টা।

শিখনফল: এই মডিউলটি সম্পন্ন করার পর প্রশিক্ষাণর্থীরা নিম্ন বর্ণিত কাজ গুলো করতে পারবেন।

১. নীট কাপড় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২. নীট পোশাক সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৩. নীট কাপড়ের হ্যান্ডেলিং পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়া:
১. নীট কাপড় চিহ্নিত করা হয়েছে।
২. নীট কাপড়ের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
৩. নীট কাপড়ের বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করা হয়েছে।
৪. নীট পোশাক চিহ্নিত করা হয়েছে।
৫. নীট পোশাকের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
৬. নীট কাপড় হ্যান্ডেলিংয়ের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়াদি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
৭. নীট কাপড় যথাযথভাবে হ্যান্ডেল করা হয়েছে।

শিখনফল (Learning Outcome)- ১ নীট কাপড় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারা

বিষয়বস্তু (Contents):

- নীট কাপড়ের পরিচিতি
- নীট কাপড়ের প্রকারভেদ
- নীট কাপড়ের বৈশিষ্ট্য

অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়া (Assessment Criteria):

১. নীট কাপড় চিহ্নিত করা হয়েছে।
২. নীট কাপড়ের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
৩. নীট কাপড়ের বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করা হয়েছে।

কাজের সময় প্রশিক্ষাণার্থীকে অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে:

- প্রকৃত কর্মক্ষেত্র অথবা প্রশিক্ষণ পরিবেশ
- ল্যাপটপ
- মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর
- হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার
- নীট কাপড়ের স্যাম্পল

শিখন উপকরণ (Learning Materials):

- সিবিএলএম
- হ্যান্ডআউটস
- বই, ম্যানুয়াল
- মডিউল / রেফারেন্স
- কাগজ, কলম

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) -১

এই শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিখনফলে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু এবং পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কার্জক্রমগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করুন। কার্জক্রমগুলোর জন্য বর্ণিত রিসোর্সসমূহ ব্যাবহার করুন।

শিখন কার্যক্রম (Learning Activities)	**উপকরণ / বিশেষ নির্দেশনা (Resources / Special instructions)**
• এই মডিউলটির ব্যবহার নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।	• নির্দেশনা পড়ুন।
• ইনফরমেশন শিট পড়তে হবে।	• ইনফরমেশন শিট ১.১ পড়ুন।
• সেলফ চেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন এবং উত্তরপত্রগুলোর সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।	• সেল্ফ-চেক (Self-Check) ১.১ এ দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন। • উত্তরপত্র ১.১ -এর সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে নিশ্চিত করুন।
• জব শিট ও স্পেসিফিকেশন শিট অনুযায়ী জব সম্পাদন করুন।	• জব শীট ১.১ ও জব স্পেসিফিকেশন শীট ১.১ অনুযায়ী জব সম্পাদন করুন।

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet): ১-১

নীট কাপড় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারা

শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objective): এই ইনফরমেশন শীট পড়ে প্রশিক্ষাণার্থীগণ-

- ✓ নীট কাপড় চিহ্নিত করতে পারবেন।
- ✓ নীট কাপড়ের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ✓ নীট কাপড়ের বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করতে পারবেন।

নীট কাপড়ঃ

নীট বা নীটেড কাপড় হলো এমন একটি কাপড় যা সুতার আন্তঃলুপিং এর মাধ্যমে নীটিং মেশিনের সাহায্যে তৈরি করা হয়। এ কাপড়ের বৈশিষ্ট্যগুলি ওভেন কাপড় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ কাপড়ের মূল বৈশিষ্ট্য হলো এটি অনেক নমনীয় এবং সাধারানত এ কাপড় টানলে বাড়ে।

নীচের ছবিতে নীট কাপড়ের লুপিং প্রক্রিয়াটি দেখানো হলো।

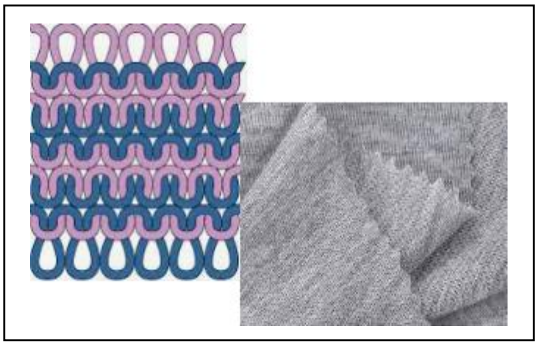

পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতে নীটের যে পোশাক তৈরি হয় তাতে অনেক ধরণের নীট কাপড় ব্যাবহার করা হয়। যেমনঃ সিংগেল জার্সি, ডাবল জার্সি, রিব, পিকে, লাকস্ট, টেরি, ফ্লিস, মেশ ইত্যাদি।

নীট কাপড়ের ওজন এবং পুরুত্ত জি এস এম (গ্রাম পার স্কয়ার মিটার) এর উপর নির্ভর করে। নীট কাপড় বিভিন্ন জি এস এম এর হয়। যেমনঃ ১২০, ১৩০, ১৪০, ১৬০, ১৮০, ২০০ ইত্যাদি। কাপড়ের জি এস এম যত বেশি কাপড় তত ভারী হয় এবং কাপড়ের জি এস এম যত কম কাপড় তত পাতলা হয়। যেমনঃ ১৮০ জি এস এম এর কাপড় ২২০ জি এস এম এর কাপড়ের চেয়ে পাতলা হয়।

নীট কাপড়ের মূল বৈশিষ্টসমুহঃ

নীট কাপড়ের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিচে নীট কাপড়ের প্রধান বৈশিষ্টসমুহ উল্লেখ করা হলো।

১। নীট কাপড় সাধারনত নরম এবং নমনীয় হয়।

২। এ কাপড় সুতার আন্তঃলুপিং এর মাধ্যমে নীটিং মেশিনের সাহায্যে তৈরি করা হয়।

৩। এ কাপড় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে টানলে বাড়ে।

৪। এ কাপড়ে তুলনামূলক ভাঁজ পড়ে কম।

৫। সার্কুলার নীট মেশিনে তৈরি কাপড় টিউব আকৃতির হয় এবং ফ্লাটবেড মেশিনে তৈরি কাপড় ফ্লাট আকৃতির হয়।

৬। এ কাপড়ের স্থায়িত্ব কিছুটা কম হলেও তৈরি পোশাক বেশ আরামদায়ক হয়।

৭। ক্যাজুয়াল পোশাক তৈরিতে এ কাপড় সবচেয়ে বেশি ব্যাবহার করা হয়।

৮। এ কাপড় সকল রঙ এ এবং সব ধরণের স্টাইপ ও চেক এ পাওয়া যায়।

নীট ও ওভেন কাপড়ের মূল পার্থক্যসমূহঃ

নীট ও ওভেন কাপড়ের মূল পার্থক্যগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো।

১। নীট কাপড় নীটিং মেশিনের সাহায্যে এবং ওভেন কাপড় উইভিং মেশিনের সাহায্যে তৈরি করা হয়।

সার্কুলার নীট মেশিন

ফ্লাটবেড নীট মেশিন

উইভিং মেশিন

২। নীট কাপড় আন্তঃ লুপিং এর মাধ্যমে এবং ওভেন কাপড় বুননের মাধ্যমে তৈরি করা হয়।

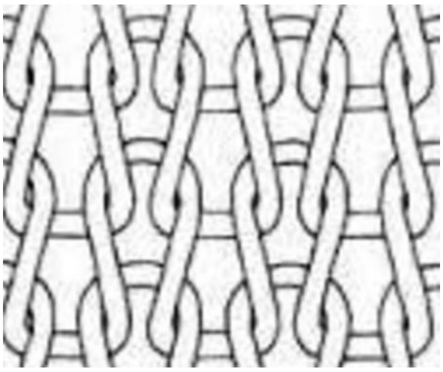

নীট কাপড়ের আন্তঃলুপিং

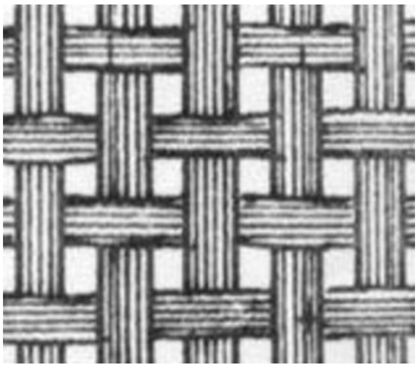

ওভেন কাপড়ের বুনন

৩। সাধারণত নীট কাপড় টানলে বাড়ে এবং ওভেন কাপড় টানলে বাড়ে না।

৪। সাধারণত নীট কাপড় ওজনে (কিলোগ্রাম বা পাউন্ড) এবং ওভেন কাপড় লম্বায় তথা (গজ বা মিটার) মাপা হয়।

নীট কাপড়ের প্রকারভেদঃ

তৈরির প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে নীট কাপড়কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ

১। সার্কুলার / টিউবুলার নীট কাপড়

২। ফ্লাট নীট কাপড়

১। সার্কুলার / টিউবুলার নীট কাপড়ঃ এ কাপড় সার্কুলার নীট মেশিনে তৈরি করা হয়। সার্কুলার নীট মেশিনের বেড ও তৈরির প্রক্রিয়া টিউব বা পাইপের মতো বলে এ মেশিন থেকে টিউব আকৃতির নীট কাপড় বের হয়। এ কাপড় টিউবুলার অবস্থায় অথবা

প্রয়োজন অনুযায়ী স্লিটিং করে ব্যাবহার করা হয়। স্লিটিং করা কাপড়কে ওপেন এন্ড নীট কাপড় বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সিংগেল জার্সি, ডাবল জার্সি ইত্যাদি নীট কাপড় এ প্রক্রিয়ায় তৈরি করা হয়।

এ কাপড় তৈরির প্রক্রিয়াটি দেখার জন্য নীচের ভিডিও লিংকটি অনুসরণ করা যেতে পারে।

https://www.youtube.com/watch?v=reQfzz0oPqo

সার্কুলার / টিউবুলার নীট কাপড়

২। ফ্লাট নীট কাপড়ঃ এ কাপড় ফ্লাটবেড নীট মেশিনে তৈরি করা হয়। ফ্লাটবেড নীট মেশিনের বেড ও তৈরির প্রক্রিয়া অনেকটা ওভেন কাপড়ের মতো বলে এ মেশিন থেকে ফ্লাট আকৃতির নীট কাপড় বের হয়। এ কাপড় সাধারণত নীট পোশাকে কলার, কাফ ইত্যাদি পার্ট হিসাবে ব্যাবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পলোশার্ট এর কলার, কাফ তৈরির জন্য রিব নীট কাপড় এ প্রক্রিয়ায় তৈরি করা হয়।

এ কাপড় তৈরির প্রক্রিয়াটি দেখার জন্য নীচের ভিডিও লিংকটি অনুসরণ করা যেতে পারে।

https://www.youtube.com/watch?v=xsQZJKD4jlM

ফ্লাট নীট কাপড়

নীটিং এর উপর ভিত্তি করে নীট কাপড়কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ

১। ওয়েফট্ নীট কাপড়

২। ওয়ার্প নীট কাপড়

১। ওয়েফট্ নীট কাপড়ঃ আড়াআড়িভাবে বা সার্কুলার ডিরেকশন অনুযায়ী যে নীট কাপড় তৈরি করা হয় তাকে ওয়েফট্ নীট কাপড় বলে। যেমনঃ সিংগেল জার্সি, ডাবল জার্সি, পিকে, লাকস্ট ইত্যাদি। এ কাপড়ের মধ্যে স্থিতিস্থাপকতা থাকার কারনে এ কাপড় টানলে বাড়ে।

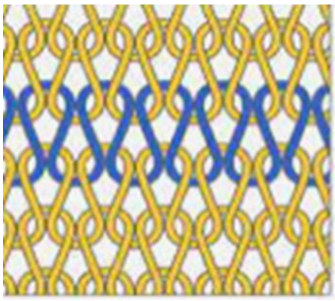

ওয়েফট্ নীটিং

ওয়েফট্ নীট কাপড়

২। ওয়ার্প নীট কাপড়ঃ কাপড়ের সেলভেজ বা পাড়ের সমান্তরালে লুপ তৈরির মাধ্যমে যে নীট কাপড় তৈরি করা হয় তাকে ওয়ার্প নীট কাপড় বলে। যেমনঃ ট্রাইকট, রেশচেল ইত্যাদি। এ কাপড়ের মধ্যে স্থিতিস্থাপকতা না থাকার কারনে এ কাপড় টানলে বাড়ে না।

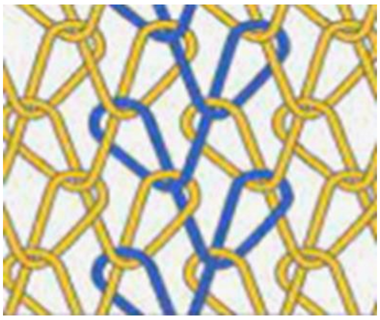

ওয়ার্প নীটিং

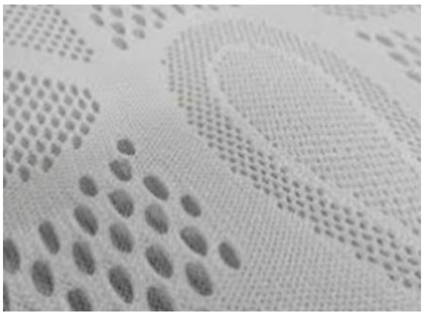

ওয়ার্প নীট কাপড়

নীট কাপড় তৈরিতে বিভিন্ন সুতার ব্যবহার ও কম্পজিশনঃ

নীট কাপড় তৈরির জন্য যেসকল সুতা ব্যবহার করা হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় কটন। তাছাড়া পলিয়েস্টার, নাইলন, ভিসকস ইত্যাদি সুতাও অধিক পরিমানে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। একই রকমের সুতা ব্যবহার করে নীট কাপড় তৈরি করা হলে সে কাপড়ের কম্পজিশন এক রকম হয়। যেমনঃ ১০০% কটন, ১০০% নাইলন ইত্যাদি। তাছাড়া এক ধরণের সুতার সাথে অন্য ধরণের সুতা মিশিয়ে ও ব্যাবহার করা হয় যাকে ব্লেন্ডেড কম্পজিশন বলে। যেমনঃ ৯৫% কটন ৫% পলিয়েস্টার, ৮৫% কটন ১৫% নাইলন ইত্যাদি। নীট কাপড়ের স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানোর জন্য এক ধরণের স্থিতিস্থাপক সুতা ব্যবহার করা হয় যাকে লাইক্রা বা স্পানডেক্স বলা হয়। নীট কাপড় তৈরির সময় নিদৃষ্ট সুতার সাথে কিছু পরিমানে লাইক্রা বা স্পানডেক্স মিশিয়ে দেওয়া হয়, ফলে কাপড়ের স্থিতিস্থাপকতা অনেক বেড়ে যায়। যেমনঃ ৯৮% কটন ২% লাইক্রা, ৯৫% পলিয়েস্টার ৫% লাইক্রা ইত্যাদি।

নীট কাপড়ের ব্যাবহারঃ

নীট কাপড় সাধারনত বিভিন্ন ধরণের পোশাক তৈরিতে ব্যাবহৃত হয়। যেমনঃ টি-শার্ট, পলো শার্ট, ট্যাংক টপ, ভেস্ট, জ্যাকেট, লেগিংস ইত্যাদি। তাছাড়া আজকাল বিভিন্ন গৃহস্থালি কাজকর্মেও নীট কাপড় ব্যাবহার করা হয়। যেমনঃ বেডশিট, কুশন কভার, পর্দার কাপড় ইত্যাদি।

বিভিন্ন ধরণের নীট কাপড় চেনার উপায়ঃ

সিংগেল জার্সিঃ এ কাপড়ের টপ সাইডে চিকন চিকন দাগ থাকে এবং ইনসাইডে এ নেট বা জালির মত থাকে। নীট পোশাক তৈরিতে এ কাপড় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

সিংগেল জার্সি কাপড়

ডাবল জার্সি / ইন্টারলকঃ এ কাপড়ে টপ সাইডে এবং ইনসাইডে খাড়া খাড়া বা লম্বা লম্বা দাগ দেখা যায় । ডাবল জার্সি/ ইন্টারলক কাপড়ের উভয় পাশে দেখতে একই রকম হয়।

ডাবল জার্সি/ ইন্টারলক কাপড়

রিবঃ এ কাপড়ে টপ সাইডে এবং ইনসাইডে খাড়া লম্বা লম্বা গভীর দাগ থাকে কিন্তু এ দাগ সিংগেল জার্সি কাপড়ের মত নয়, অনেকটা খাজ কাটা বলে মনে হয়। এ কাপড়ে দাগের গভীরতা বিভিন্ন রকম হতে পারে।

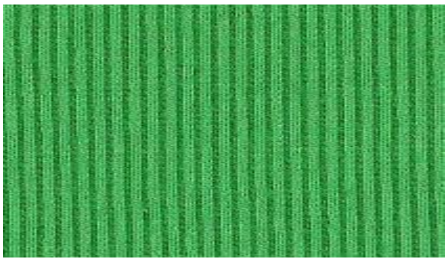

রিব কাপড়

পিকেঃ এ কাপড় টপ সাইডে অনেকটা মৌচাক এর মতো দেখতে কিন্তু ইনসাইডে সিংগেল জার্সির মতো। এ কাপড় দিয়ে বেশির ভাগ পলোশার্ট তৈরি করা হয়।

পিকে কাপড়

লাকস্টঃ এ কাপড় টপ সাইডে ডায়মন্ড এর মতো ভীট থাকে এবং ইনসাইডে প্লেইন থাকে। সাধারণ ভাবে দেখলে পিকে কাপড় থেকে লাকস্ট কাপড়কে আলাদা করা কঠিন। এ কাপড় দিয়েও বেশির ভাগ পলোশার্ট তৈরি করা হয়।

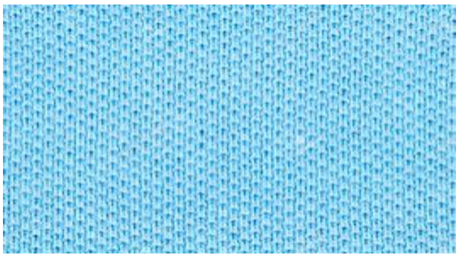
লাকস্ট কাপড়

টেরিঃ এ কাপড় টপ সাইডে দেখতে সিংগেল জার্সির মতো কিন্তু ইনসাইডে টাওয়াল (তোয়ালে) বা ব্যান্ডেজ এর মতো দেখতে হয়। অর্থাৎ এর একসাইড প্লেইন এবং অন্য সাইডে লুপ যুক্ত থাকে, অবশ্য কখনো কখনো দুই সাইডেই লুপ যুক্ত থাকতে পারে।

টেরি কাপড়

ফ্লিসঃ এ কাপড়ের টপ বা ইনসাইডের এক সাইডে অথবা দুই সাইডেই অনেক বেশি ব্রাশ বা আঁশ থাকে। এই কাপড় নীটিং করার সময় এর উভয় পাশে লুপ থাকে এবং তা ব্রাশিং মেশিনে ব্রাশ করে লুপগুলো তুলার মতো করা হয়।

ফ্লিস কাপড়

মেশঃ এ কাপড় মশারির মত বুনন বা মশারির মত ছিদ্র যুক্ত থাকে। এ কাপড়গুলো ওয়ার্প নীট মেশিনে তৈরি করা হয়। মেশ কাপড় খেলোয়াড়দের পোশাক অথবা অন্য কোন পোশাকের লাইনিং হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

মেশ কাপড়

ট্রাইকটঃ এ কাপড় ফ্ল্যাটবেড মেশিনে তৈরি করা হয়। টপ সাইডে দেখতে অনেকটা জিগজ্যাক এবং ইনসাইডে ক্রস রিব অথবা হাল্কা আঁশযুক্ত হয়। এ কাপড়ের টপ সাইড সাধারণত বেশ চকচকে দেখায়। এ কাপড়গুলো ওয়ার্প নীট মেশিনে তৈরি করা হয় ফলে এ কাপড় টানলে বাড়ে না। । ট্রাইকট কাপড় খেলোয়াড়দের পোশাক হিসাবেই বেশি ব্যবহার করা হয়।

ট্রাইকট কাপড়

ডেজেলঃ এ কাপড় ফ্ল্যাটবেড মেশিনে তৈরি করা হয় এবং টপ সাইড ও ইনসাইড দেখতে অনেকটা একই রকম। এ কাপড় অনেক বেশি চকচকে হয় যা অনেকটা চোখ ধাঁধায়। কারন এ কাপড় সাধারণত সিনথেটিক সুতা দিয়ে তৈরি হয়। এ কাপড়গুলো ওয়ার্প নীট মেশিনে তৈরি করা হয় বলে এ কাপড় টানলে বাড়ে না। ডেজেল কাপড় খেলোয়াড়দের পোশাক হিসাবেই বেশি ব্যবহার করা হয়।

ডেজেল কাপড়

রেশচেলঃ এ কাপড় ফ্ল্যাটবেড মেশিনে তৈরি করা হয় এবং টপ সাইড ও ইনসাইড দেখতে অনেকটা একই রকম। এ কাপড় অনেক বেশি টেক্সচার যুক্ত থাকে এবং দেখতে অনেকটা লেইস এর মতো। রেশচেল কাপড় দিয়ে অনেকক্ষেত্রে আন্ডারগার্মেন্টস তৈরি করা হয়। তবে এ কাপড় হোম টেক্সটাইল হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

রেশচেল কাপড়

রঙ ও প্যাটার্ন এর উপর ভিত্তি করে আরও কিছু নীট কাপড় চেনার উপায়ঃ

ইয়ার্ন ডাইড নীট কাপড়ঃ এ নীট কাপড়ে টপ সাইডে এবং ইনসাইডে একই ধরনের কালারের স্টাইপ থাকে অর্থাৎ একই কাপড়ে বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণ থাকে। এ কাপড় তৈরির আগে সুতা রঙ করে নেয়া হয় বলে তাকে ইয়ার্ন ডাইড কাপড় বলে। ইয়ার্ন ডাইড কাপড় সিংগেল জার্সি, রিব, ইন্টারলক, পিকে, লাকস্ট ইত্যাদি নিটিং এ করা সম্ভব।

ইয়ার্ন ডাইড নীট কাপড়

মিলাঞ্জ নীট কাপরঃ সাদা সুতার সাথে অন্য একটি রঙের মিস্রনে মিলাঞ্জ নীট কাপর তৈরি হয়। এটি মুলত কটন এবং ভিসকস এর ব্লেন্ডেড কাপড়। বিভিন্ন রঙের মিস্রনে মিলাঞ্জ নীট কাপর পাওয়া যায়। যেমনঃ গ্রে মিলাঞ্জ, এক্র মিলাঞ্জ, এন্থ্রা মিলাঞ্জ, ব্লু মিলাঞ্জ, পিঙ্ক মিলাঞ্জ ইত্যাদি।

গ্রে মিলাঞ্জ নীট কাপড়

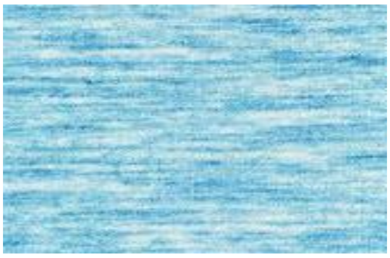
ব্লু মিলাঞ্জ নীট কাপড়

পিঙ্ক মিলাঞ্জ নীট কাপড়

স্লাব নীট কাপরঃ এ কাপড়ে ছোটো ছোটো দাগ বা গিট থাকে অর্থাৎ স্লাবযুক্ত ইয়ার্ন দিয়ে এ কাপড় তৈরি করা হয়। কাপড়ে স্লাব থাকার কারণে এ কাপড়ের টেক্সচার অনেক সুন্দর হয়। এ কাপড় সিংগেল জার্সি, রিব, ইন্টারলক ইত্যাদি নিটিং এ করা সম্ভব।

স্লাব নীট কাপড়

নীট ডেনিম কাপরঃ সিংগেল জার্সি কাপড়ে নীট ক্যাম এবং টাক ক্যাম ব্যাবহার করে কাপড়ের টপ সাইডে ব্লু এবং ইন সাইডে সাদা বা গ্রে ইয়ার্ন দিয়ে টুইল এর একটি ডিজাইন করে ডেনিম ইফেক্ট আনা হয়, একে নীট ডেনিম বলে। এটি এখন ওভেন ডেনিম এর বিকল্প হিসেবে ব্যাবহার করা হয়।

নীট ডেনিম কাপড়

সেলফ চেক শিট (Self Check Sheet) ১-১

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নির্দেশনা:- উপরোক্ত ইনফরমেশন শীট পাঠ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন-

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। নীট কাপড় কোন মেশিনের সাহায্যে তৈরি করা হয়?

২। কয়েক ধরণের নীট কাপড়ের নাম লিখুন।

৩। নীট কাপড়ের দুইটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৪। নীট ও ওভেন কাপড়ের দুইটি পার্থক্য লিখুন।

৫। তৈরির প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে নীট কাপড়কে কোন দুই ভাগে ভাগ করা হয়?

৬। সিংগেল জার্সি কাপড় চেনার উপায় কি?

৭। পিকে কাপড় দিয়ে বেশির ভাগ কোন পোশাক তৈরি করা হয়?

৮। টেরি কাপড়ের ইনসাইডে দেখতে কেমন হয়?

বহুনির্বাচনী প্রশ্নঃ

১। নীট কাপড় তৈরি হয় সুতার...............

ক। জট তৈরির মাধ্যমে — খ। জোড়ার মাধ্যমে

গ। বুনন এর মাধ্যমে — ঘ। আন্তঃলুপিং এর মাধ্যমে

২। নীচের কোনটি নীট কাপড় নয়?

ক। লাকস্ট — খ। টেরি

গ। টুইল — ঘ। ফ্লিস

৩। নীট কাপড়ের জি এস এম যত বেশি, কাপড় তত.........

ক। ভারী হয় — খ। পাতলা হয়

গ। নরম হয় — ঘ। শক্ত হয়

৪। নীট কাপড় সাধারণত মাপা হয়.........

ক। গজে খ। মিটারে

গ। কিলোগ্রামে ঘ। লিটারে

৫। নীট কাপড়ে লাইক্রা বা স্পানডেক্স ব্যবহার করলে কাপড়ের স্থিতিস্থাপকতা

ক। কমে খ। অপরিবর্তিত থাকে

গ। বাড়ে ঘ। বাড়ে না

৬। মেশ কাপড় দেখতে

ক। লেইস এর মতো। খ। মশারির মতো

গ। মৌচাক এর মতো ঘ। ডায়মন্ড এর মতো

উত্তরশিট (Answer Key) ১-১

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তরঃ

১। **নীট কাপড় কোন মেশিনের সাহায্যে তৈরি করা হয়?**

উত্তর: নীট কাপড় নীটিং মেশিনের সাহায্যে তৈরি করা হয়।

২। **কয়েক ধরণের নীট কাপড়ের নাম লিখুন।**

উত্তর: কয়েক ধরণের নীট কাপড়ের নাম হলো সিংগেল জার্সি, ডাবল জার্সি, রিব, পিকে, লাকস্ট, টেরি, ফ্লিস, মেশ ইত্যাদি।

৩। **নীট কাপড়ের দুইটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।**

উত্তর: নীট কাপড়ের দুইটি বৈশিষ্ট্য হলোঃ

১। নীট কাপড় সাধারনত নরম এবং নমনীয় হয়।

২। এ কাপড় সুতার আন্তঃলুপিং এর মাধ্যমে নীটিং মেশিনের সাহায্যে তৈরি করা হয়।

৪। **নীট ও ওভেন কাপড়ের দুইটি পার্থক্য লিখুন।**

উত্তর: নীট ও ওভেন কাপড়ের দুইটি পার্থক্য হলোঃ

১। নীট কাপড় নীটিং মেশিনের সাহায্যে এবং ওভেন কাপড় উইভিং মেশিনের সাহায্যে তৈরি করা হয়।

২। নীট কাপড় আন্তঃ লুপিং এর মাধ্যমে এবং ওভেন কাপড় বুননের মাধ্যমে তৈরি করা হয়।

৫। **তৈরির প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে নীট কাপড়কে কোন দুই ভাগে ভাগ করা হয়?**

উত্তর: তৈরির প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে নীট কাপড়কে কোন দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ

১। সার্কুলার / টিউবুলার নীট কাপড়

২। ফ্লাট নীট কাপড়

৬। **সিংগেল জার্সি কাপড় চেনার উপায় কি?**

উত্তর: সিংগেল জার্সি কাপড়ের টপ সাইডে চিকন চিকন দাগ থাকে এবং ইনসাইডে এ নেট বা জালির মত থাকে।

৭। **পিকে কাপড় দিয়ে বেশির ভাগ কোন পোশাক তৈরি করা হয়?**

উত্তর: পিকে কাপড় দিয়ে বেশির ভাগ পলোশার্ট তৈরি করা হয়।

৮। **টেরি কাপড়ের ইনসাইডে দেখতে কেমন হয়?**

উত্তর: টেরি কাপড়ের ইনসাইডে দেখতে টাওয়াল (তোয়ালে) বা ব্যান্ডেজ এর মতো হয়।

বহুনির্বাচনী প্রশ্নের উত্তরঃ

১। নীট কাপড় তৈরি হয় সুতার..............

ক। জট তৈরির মাধ্যমে
খ। জোড়ার মাধ্যমে
গ। বুনন এর মাধ্যমে
ঘ। **আন্তঃলুপিং এর মাধ্যমে**

২। নীচের কোনটি নীট কাপড় নয়?

ক। লাকস্ট
খ। টেরি
গ। **টুইল**
ঘ। ফ্লিস

৩। নীট কাপড়ের জি এস এম যত বেশি, কাপড় তত.........

ক। **ভারী হয়**
খ। পাতলা হয়
গ। নরম হয়
ঘ। শক্ত হয়

৪। নীট কাপড় সাধারণত মাপা হয়.........

ক। গজে
খ। মিটারে
গ। **কিলোগ্রামে**
ঘ। লিটারে

৫। নীট কাপড়ে লাইক্রা বা স্পানডেক্স ব্যবহার করলে কাপড়ের স্থিতিস্থাপকতা

ক। কমে
খ। অপরিবর্তিত থাকে
গ। **বাড়ে**
ঘ। বাড়ে না

৬। মেশ কাপড় দেখতে

ক। লেইস এর মতো।
খ। **মশারির মতো**
গ। মৌচাক এর মতো
ঘ। ডায়মন্ড এর মতো

জব-শিট (Job Sheet) ১-১

কাজের নাম (Job Name): ছবি দেখে ও কাপড়ের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে নীট কাপড় চিহ্নিত করণ।

কাজের ধারাবাহিকতাঃ

নিম্নোক্ত ধাপগুলি অনুসরণ করে ছবি ও কাপড়ের বৈশিষ্ট্য দেখে নীচের নীট কাপড়গুলো চিহ্নিত করুন।

১. প্রয়োজনীয় সকল পিপিই পরিধান করুন।

২. ছবি যুক্ত জব-শিটটি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করুন।

৩. কাপড়ের বৈশিষ্ট্য সমূহ মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।

৪. নীট কাপড়গুলো চিহ্নিত করুন।

৫. ছবি ও বৈশিষ্ট্য এর পাশে প্রদত্ত খালি স্থানে কাপড়ের নাম লিখুন।

৬. কাজ শেষে ব্যবহৃত জিনিস পত্র গুছিয়ে রাখুন।

৭. কর্মস্থল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে কাজ শেষ করুন।

জব/ কাজঃ

কাপড়ের ছবি	কাপড়ের বৈশিষ্ট্য	কাপড়ের নাম
	এ কাপড়ের টপ বা ইনসাইডের এক সাইডে অথবা দুই সাইডেই অনেক বেশি ব্রাশ বা আঁশ থাকে।	
	এ কাপড় টপ সাইডে অনেকটা মৌচাক এর মতো দেখতে কিন্তু ইনসাইডে সিংগেল জার্সির মতো।	

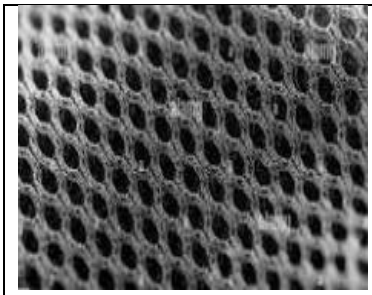	এ কাপড় মশারির মত বুনন বা মশারির মত ছিদ্র যুক্ত থাকে।	
	এ কাপড়ে ছোটো ছোটো দাগ বা গিট থাকে অর্থাৎ স্লাবযুক্ত ইয়ার্ন দিয়ে এ কাপড় তৈরি করা হয়।	
	এ কাপড়ে টপ সাইডে এবং ইনসাইডে খাড়া লম্বা লম্বা গভীর দাগ থাকে কিন্তু এ দাগ সিংগেল জার্সি কাপড়ের মত নয়, অনেকটা খাজ কাটা বলে মনে হয়।	

স্পেসিফিকেশন-শিট (Specification Sheet)-১-১

কাজের নাম (Job Name): ছবি দেখে ও কাপড়ের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে নীট কাপড় চিহ্নিত করুন।

প্রয়োজনীয় পিপিইঃ

ক্রমিক নং	পিপিই নাম	পরিমাণ
১.	এপ্রোন	১ টি
২.	ফেস মাস্ক	১ টি

প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রপাতিঃ

ক্রমিক নং	উপকরণ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির নাম	পরিমাণ
১.	কলম	১ টি

শিখনফল (Learning Outcome)-২: নীট পোশাক সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু (Contents):

- নীট পোশাকের পরিচিতি
- নীট পোশাকের প্রকারভেদ

অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়া (Assessment Criteria):

১. নীট পোশাক চিহ্নিত করা হয়েছে।
২. নীট পোশাকের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কাজের সময় প্রশিক্ষণার্থীকে অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে:

- প্রকৃত কর্মক্ষেত্র অথবা প্রশিক্ষণ পরিবেশ
- ল্যাপটপ
- মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর
- হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার
- নীট পোশাকের স্যাম্পল

শিখন উপকরণ (Learning Materials):

- সিবিএলএম
- হ্যান্ডআউটস
- বই, ম্যানুয়াল
- মডিউল / রেফারেন্স
- কাগজ, কলম

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) -২

এই শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিখনফলে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু এবং পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কার্জক্রমগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করুন। কার্জক্রমগুলোর জন্য বর্ণিত রিসোর্সসমূহ ব্যাবহার করুন।

শিখন কার্যক্রম (Learning Activities)	**উপকরণ / বিশেষ নির্দেশনা (Resources / Special instructions)**
• এই মডিউলটির ব্যবহার নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।	• নির্দেশনা পড়ুন।
• ইনফরমেশন শিট পড়তে হবে।	• ইনফরমেশন শিট ২.১ পড়ুন।
• সেলফ চেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করতে হবে এবং উত্তরপত্রগুলোর সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।	• সেল্ফ-চেক (Self-Check) ২.১ এ দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন। • উত্তরপত্র ২.১ -এর সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে নিশ্চিত করুন।
• জব শিট ও স্পেসিফিকেশন শিট অনুযায়ী জব সম্পাদন করতে হবে।	• জব শীট ২.১ ও জব স্পেসিফিকেশন শীট ২.১ অনুযায়ী জব সম্পাদন করুন।

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet): ২-১

নীট পোশাক সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারা

শিখন উদ্দেশ্য (Objective): এই ইনফরমেশন শীট পাঠে প্রশিক্ষাণার্থীগণ-

- ✓ নীট পোশাক চিহ্নিত করতে পারবেন।
- ✓ নীট পোশাকের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

নীট পোশাকঃ

নীট বা নীটেড কাপড় দিয়ে যে পোশাক তৈরি করা হয়, তাই নীট পোশাক নামে পরিচিত। বর্তমান বিশ্বে ক্যাজুয়াল পোশাকের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় নীট পোশাক। তাছাড়া আরামদায়ক বিবেচনায় সর্বোচ্চ পরিমানে আন্ডারগার্মেন্টস তৈরি হয় নীট কাপড় দিয়ে। সুতরাং বলা যায়, ব্যবহারের দিক থেকে নীট পোশাকের অবস্থান ওভেন পোশাকের চেয়ে অনেক বেশি।

তৈরীর প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে নীট পোশাককে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

১। কাট অ্যান্ড সিইউ নীটওয়্যার

২। ফুললি ফ্যাশন নীটওয়্যার বা সুয়েটার

আমরা এ মডিউলে কাট অ্যান্ড সিইউ নীটওয়্যার নিয়ে বিস্তারিত জানবো।

নীট পোশাকের মূল বৈশিষ্টসমুহঃ

নীট পোশাকের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিচে নীট পোশাকের প্রধান বৈশিষ্টসমুহ উল্লেখ করা হলো।

১। কাপড়ের কারণে নীট পোশাক সাধারনত নরম এবং খুবই আরামদায়ক হয়।

২। ক্যাজুয়াল পোশাক হিসাবে নীট পোশাকের ব্যবহার সর্বোচ্চ।

৩। আরামদায়ক বিবেচনায় সর্বোচ্চ পরিমানে আন্ডারগার্মেন্টস হয় নীটের।

৪। স্টেচেবিলিটি বা স্থিতিস্থাপকতার কারণে এ পোশাক বেশির ভাগ মানুষের প্রথম পছন্দ।

৫। নীট পোশাকের উৎপাদন খরচ ওভেন পোশাকের চেয়ে তুলনামুলক কম হয়।

৬। নীট পোশাকের স্থায়িত্ব ওভেন পোশাকের তুলনায় কম।

নীট পোশাকের প্রকারভেদঃ

নীট পোশাকের প্রকারভেদ টপস, বটমস ও আন্ডারগার্মেন্টস অনুযায়ী নীচে দেয়া হলোঃ

১। নীটেড টপসঃ নীটেড টপস হিসেবে নিম্নলিখিত পোশাকসমূহ অধিক পরিমানে ব্যবহৃত হয়।

- টি-শার্ট
- পলো শার্ট
- ট্যাংক টপ
- জ্যাকেট
- স্যুইট শার্ট
- হুডি
- স্পোর্টস ওয়্যার

২। নীটেড বটমসঃ

- ট্রাউজার
- শর্টস
- স্কার্ট
- লেগিংস
- জিগিংস

৩। নীটেড আন্ডারগার্মেন্টসঃ

- ব্রা
- ইনার ভেস্ট
- আন্ডার ওয়্যার
- বক্সার শর্টস

বিভিন্ন ধরণের নীট পোশাকের পরিচিতিঃ

টি-শার্টঃ টি-শার্ট নীট পোশাকের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত পোশাক। এ পোশাক দুই স্লিভ বিশিষ্ট গোল গলায় অথবা ভি-গলায় হয়ে থাকে। স্লিভ লম্বা অথবা সর্ট দুই রকমই হয়ে থাকে। তাছাড়া বডি, গলা ও স্লিভে সাধারণ ডিজাইনের পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইনও লক্ষণীয়। সিংগেল জার্সি, ইন্টারলক, রিব ইত্যাদি নীট কাপড় দিয়ে তৈরি টি-শার্ট বাজারে বেশি দেখা যায়।

পলো শার্টঃ একসময় এ পোশাকটি ছিল পলো খেলোয়াড়দের পোশাক, যে কারণে এর নাম হয়েছে পলো শার্ট। কালক্রমে এ পোশাক সাধারণ পোশাকে পরিণত হয়। টি-শার্ট এর সাথে এ পোশাকের পার্থক্য হলো পলো শার্ট এ কলার থাকে কিন্তু টি-শার্ট এ কলার থাকে না। স্লিভ লম্বা অথবা সর্ট দুই রকমই হয়ে থাকে। তাছাড়া বডি, গলা ও স্লিভে সাধারণ ডিজাইনের পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইনও থাকতে পারে। পিকে বা লাকস্ট নীট কাপড় দিয়ে পলো শার্ট বেশি তৈরী হয়, তবে সিংগেল জার্সি, ইন্টারলক ইত্যাদি কাপড়ে তৈরি পলো শার্টও আমরা দেখে থাকি।

ট্যাংক টপঃ সাধারণত স্লিভ ও কলার ছাড়া টি-শার্ট আকৃতির পোশাককে ট্যাংক টপ বলে। সিংগেল জার্সি, ইন্টারলক, রিব ইত্যাদি নীট কাপড় দিয়ে তৈরি ট্যাংক টপ বাজারে বেশি দেখা যায়। এ পোশাক মূলত খুব সাধারণ ডিজাইনে হয়।

জ্যাকেটঃ জ্যাকেট শীতকালের পোশাক। আরামদায়ক হওয়ার কারণে আজকাল নীটের জ্যাকেট অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়। সাধারণত নীটের মোটা ও কিছুটা ভারী কাপড় দিয়ে জ্যাকেট তৈরি হয়। জ্যাকেট লম্বা স্লিভ অথবা স্লিভ ছাড়া হতে পারে, তবে সামনে ওপেনিং থাকে যা বাটন বা জিপার দিয়ে বন্ধ করা যায়। সিংগেল জার্সি, ইন্টারলক, টেরি, ফ্লিস ইত্যাদি নীট কাপড় দিয়ে এ পোশাক বেশি তৈরি হয়।

স্যুইট শার্টঃ সাধারণত ঠান্ডা আবহাওয়ায় শরীর গরম রাখতে স্যুইট শার্ট ব্যবহৃত হয়। স্যুইট শার্ট সাধারণত লম্বা স্লিভযুক্ত হয়। এর সামনে জ্যাকেট এর মতো পুরো ওপেনিং থাকে না কিন্তু বুকের উপর সর্ট ওপেনিং থাকতে পারে। সিংগেল জার্সি, ইন্টারলক, টেরি, ফ্লিস ইত্যাদি নীট কাপড় দিয়ে এ পোশাক তৈরি হতে দেখা যায়।

হুডিঃ স্যুইট শার্ট, জ্যাকেট বা অনুরূপ পোশাকের সাথে মাথার উপর ব্যবহার করার জন্য হুড যুক্ত থাকলে তা হুডি নামে পরিচিত হয়। হুডি শীতের পোশাক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। হুডি লম্বা স্লিভ অথবা স্লিভ ছাড়া উভয়ই হতে পারে তবে ডিজাইনের ক্ষেত্রে জ্যাকেটের চেয়ে ভিন্নতা থাকতে পারে। সিংগেল জার্সি, ইন্টারলক, টেরি, ফ্লিস ইত্যাদি নীট কাপড় দিয়ে এ পোশাক তৈরি হতে দেখা যায়।

স্পোর্টস ওয়্যারঃ খেলাধুলার পোশাককে স্পোর্টস ওয়্যার বলে। স্পোর্টস ওয়্যার সম্পূর্ণই নীট কাপড় দিয়ে তৈরি হয় তবে স্টেচেবিলিটি বা স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানোর জন্য তাতে অনেক বেশি লাইক্রা বা স্পানডেক্স ব্যবহার করা হয়। স্পোর্টস ওয়্যারে ১০০% কটন নীট কাপড়ের চেয়ে ১০০% সিনথেটিক কাপড় বেশি ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে ট্রাইকট, ডেজেল, মেশ ইত্যাদি নীট কাপড় ব্যবহার হতে দেখা যায়।

ট্রাউজারঃ ট্রাউজার নীটের বটমস পোশাকের মধ্যে অন্যতম। এ পোশাক শরীরের নীচের অংশে পড়া হয়। বিভিন্ন ডিজাইনে ট্রাউজার পাওয়া যায়। সাধারণ ট্রাউজার পকেট ছাড়া হতে পারে তবে বৈচিত্র্য সম্পন্ন ট্রাউজারে অনেক পকেট থাকে। নীটের প্রায় সব কাপড় দিয়েই ট্রাউজার তৈরি হতে দেখা যায়।

শর্টসঃ শর্টস ট্রাউজারের মতোই কিন্তু লম্বায় ছোট থাকে যা হাঁটু পর্যন্ত অথবা তার চেয়ে ছোট বা বড় হতে পারে। বিভিন্ন ডিজাইনে শর্টস পাওয়া যায় যা পকেট সহ বা পকেট ছাড়া হতে পারে। নীটের প্রায় সব কাপড় দিয়েই শর্টস তৈরি হতে দেখা যায়।

স্কার্টঃ স্কার্ট মেয়েদের বটম পোশাক। আজকাল বিভিন্ন বাহারী ডিজাইনে স্কার্ট পাওয়া যায়। ওভেনের পাশাপাশি নীটের স্কার্টও এখন জনপ্রিয় হচ্ছে। সিংগেল জার্সি, ইন্টারলক, টেরি ও বিভিন্ন ধরণের সিনথেটিক নীট কাপড় দিয়ে মেয়েদের স্কার্ট তৈরি করা হয়।

লেগিংসঃ লেগিংস মেয়েদের জনপ্রিয় বটম পোশাক। অধিক স্টেচেবিলিটি এবং আরামদায়ক হওয়ার কারণে লেগিংসের ব্যবহার বেশি। লেগিংসের মূল বৈশিষ্ট্য কাপড়ে বাহারী ডিজাইন ও রঙ। সাধারণত লাইক্রা সিংগেল জার্সি কাপড় দিয়ে লেগিংস বেশি তৈরি করা হয়।

জিগিংসঃ জিগিংসও মেয়েদের জনপ্রিয় বটম পোশাক। আরামদায়ক হওয়ার কারণে জিগিংসের ব্যবহার বাড়ছে। জিগিংসের বৈশিষ্ট্য হলো বেশির ভাগ জিগিংস নীট ডেনিম কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয় এবং ওয়াশের মাধ্যমে এতে বিভিন্ন রকমের ডিজাইন ইফেক্ট আনা হয়।

ব্রাঃ ব্রা মেয়েদের বক্ষবন্ধনী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আরামদায়ক হওয়ায় নীট কাপড়েই বেশিরভাগ ব্রা তৈরি হয়। তাছাড়া প্রায় সকল ব্রাতেই নীটেড লেস ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। সাধারণত লাইক্রা সিংগেল জার্সি ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের সিনথেটিক নীট কাপড় ব্রা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

আন্ডার ওয়্যারঃ আন্ডার ওয়্যার ছেলে ও মেয়েদের অন্তর্বাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আরামদায়ক হওয়ায় নীট কাপড়েই সবচেয়ে বেশি আন্ডার ওয়্যার তৈরি হয়। প্রিন্টেড ও সলিড উভয় রঙয়ে আন্ডার ওয়্যার পাওয়া যায়। আন্ডার ওয়্যারের মধ্যে ব্রিফ, বক্সার শর্টস, পেন্টি ইত্যাদি প্রধান। অনেক পেন্টিতে নীটেড লেস ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। সাধারণত বেশি পারসেন্টেজ যুক্ত লাইক্রা সিংগেল জার্সি ও বিভিন্ন ধরণের সিনথেটিক নীট কাপড় দিয়ে আন্ডার ওয়্যার তৈরি করা হয়।

ইনার ভেস্টঃ ভেস্ট অনেকটা ট্যাংক টপ এর মতোই কিন্তু এতে সাধারণত পুরুষদের ক্ষেত্রে চড়া শোল্ডার থাকে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে চিকন শোল্ডার দেখা যায়। সিংগেল জার্সি, ইন্টারলক, রিব ইত্যাদি নীট কাপড় দিয়ে এ পোশাক বেশি তৈরি হয়।

সেলফ চেক শিট (Self Check Sheet)- ২-১

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নির্দেশনা:- উপরোক্ত ইনফরমেশন শীট পাঠ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন-

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-

১. তৈরীর প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে নীট পোশাককে কোন দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়।?

২. নীট পোশাকের প্রধান ২ টি বৈশিষ্ট উল্লেখ করুন।

৩. ২ ধরণের নীটেড টপসের নাম লিখুন।

৪. ২ ধরণের নীটেড আন্ডারগার্মেন্টসের নাম লিখুন।

৫. টি-শার্ট ও পলোশার্ট এর মধ্যে পার্থক্য কী?

বহুনির্বাচনী প্রশ্নঃ

১। বিশ্বে ক্যাজুয়াল পোশাকের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়...............

ক। ওভেন পোশাক — খ। নন ওভেন পোশাক

গ। নীট পোশাক — ঘ। সারজিক্যাল পোশাক

২। নীট পোশাকের প্রধান বৈশিষ্ট হলো...............

ক। নরম পোশাক — খ। এক রঙের পোশাক

গ। শক্ত পোশাক — ঘ। অনেক রঙের পোশাক

৩। পলোশার্ট হলো ....

ক। নীটেড টপস — খ। নীটেড বটমস

গ। নীটেড আন্ডারগার্মেন্টস — ঘ। ওভেন টপস

৪। টি-শার্ট তৈরিতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ....

ক। ফ্লিস কাপড় — খ। মেশ কাপড়

গ। পিকে কাপড় — ঘ। সিংগেল জার্সি কাপড়

৫। নীচের কোনটি আন্ডার গার্মেন্টস?

ক। লেগিংস — খ। জিগিংস

গ। পলোশার্ট — ঘ। ইনার ভেস্ট

উত্তরশিট (Answer key)-২-১

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তরঃ

১. তৈরীর প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে নীট পোশাককে কোন দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়?

উত্তর: তৈরীর প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে নীট পোশাককে নিম্নোক্ত দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

১। কাট অ্যান্ড সিইউ নীটওয়্যার

২। ফুললি ফ্যাশন নীটওয়্যার বা সুয়েটার

২. নীট পোশাকের প্রধান ২ টি বৈশিষ্ট উল্লেখ করুন।

উত্তর: নিচে নীট পোশাকের প্রধান ২টি বৈশিষ্ট উল্লেখ করা হলো।

১। কাপড়ের কারণে নীট পোশাক সাধারনত নরম এবং খুবই আরামদায়ক হয়।

২। ক্যাজুয়াল পোশাক হিসাবে নীট পোশাকের ব্যবহার সর্বোচ্চ।

৩. ২ ধরণের নীটেড টপসের নাম লিখুন।

উত্তর: ২ ধরণের নীটেড টপসের নাম হলোঃ

১। টি-শার্ট

২। পলো শার্ট

৪. ২ ধরণের নীটেড আন্ডারগার্মেন্টসের নাম লিখুন।

উত্তর: ২ ধরণের নীটেড আন্ডারগার্মেন্টসের নাম হলোঃ

১। ব্রা

২। আন্ডার ওয়্যার

৫. টি-শার্ট ও পলোশার্ট এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: টি-শার্ট ও পলোশার্ট এর মধ্যে মূল পার্থক্য হলো টি-শার্ট এ কলার থাকে না কিন্তু পলোশার্ট এ কলার থাকে।

বহুনির্বাচনী প্রশ্নের উত্তরঃ

১। বিশ্বে ক্যাজুয়াল পোশাকের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়...............

ক। ওভেন পোশাক　　　　খ। নন ওভেন পোশাক

গ। **নীট পোশাক**　　　　ঘ। সারজিক্যাল পোশাক

২। নীট পোশাকের প্রধান বৈশিষ্ট হলো...............

ক। **নরম ও আরামদায়ক পোশাক**　　　　খ। এক রঙের পোশাক

গ। শক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী পোশাক　　　　ঘ। অনেক রঙের পোশাক

৩। পলোশার্ট হলো ....

ক। **নীটেড টপস** খ। নীটেড বটমস

গ। নীটেড আন্ডারগার্মেন্টস ঘ। ওভেন টপস

৪। টি-শার্ট তৈরিতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ....

ক। ফ্লিস কাপড় খ। মেশ কাপড়

গ। পিকে কাপড় ঘ। **সিংগেল জার্সি কাপড়**

৫। নীচের কোনটি আন্ডার গার্মেন্টস?

ক। লেগিংস খ। জিগিংস

গ। পলোশার্ট ঘ। **ইনার ভেস্ট**

জব শিট (Job Sheet)-২-১

কাজের নাম (Job Name): ছবি দেখে ও বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে নীট পোশাক চিহ্নিত করুন।

কাজের ধারাবাহিকতাঃ

নিম্নোক্ত ধাপগুলি অনুসরণ করে ছবি ও বৈশিষ্ট্য দেখে নীচের নীট পোশাকগুলো চিহ্নিত করুন ।

১. প্রয়োজনীয় সকল পিপিই পরিধান করুন।

২. ছবি যুক্ত জব-শিটটি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করুন।

৩. পোশাকের বৈশিষ্ট্য সমূহ মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।

৪. নীট পোশাকগুলো চিহ্নিত করুন।

৫. ছবি ও বৈশিষ্ট্য এর পাশে প্রদত্ত খালি স্থানে পোশাকের নাম লিখুন।

৬. কাজ শেষে ব্যবহৃত জিনিস পত্র গুছিয়ে রাখুন।

৭. কর্মস্থল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে কাজ শেষ করুন।

জব/ কাজঃ

পোশাকের ছবি	পোশাকের বৈশিষ্ট্য	পোশাকের নাম
	একসময় এ পোশাকটি ছিল পলো খেলোয়াড়দের পোশাক। টি-শার্ট এর সাথে এ পোশাকের পার্থক্য হলো এ পোশাকে কলার থাকে কিন্তু টি-শার্ট এ কলার থাকে না।	
	এটি ছেলে ও মেয়েদের অন্তর্বাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।	
	এটা অনেকটা ট্যাংক টপ এর মতোই কিন্তু এতে সাধারণত পুরুষদের ক্ষেত্রে চড়া শোল্ডার থাকে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে চিকন শোল্ডার দেখা যায়।	

	এটি নীট পোশাকের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত পোশাক। এ পোশাক দুই স্লিভ বিশিষ্ট গোল গলায় অথবা ভি-গলায় হয়ে থাকে।	
	এটা মেয়েদের বটম পোশাক যা আজকাল বিভিন্ন বাহারী ডিজাইনে পাওয়া যায়। ওভেনের পাশাপাশি নীটের কাপড়েও এখন এ পোশাক জনপ্রিয় হচ্ছে।	

স্পেসিফিকেশন-শিট (Specification Sheet)-১-১

কাজের নাম (Job Name): ছবি দেখে ও বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে নীট পোশাক চিহ্নিত করুন।

প্রয়োজনীয় পিপিইঃ

ক্রমিক নং	পিপিই নাম	পরিমাণ
১	এপ্রোন	১ টি
২	ফেস মাস্ক	১ টি

প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রপাতিঃ

ক্রমিক নং	উপকরণ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির নাম	পরিমাণ
১	কলম	১ টি

শিখনফল (Learning Outcome) -৩: নীট কাপড়ের হ্যান্ডেলিং পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু (Contents):

- নীট কাপড় হ্যান্ডেলিংয়ে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়াদি
- নীট কাপড় হ্যান্ডেলিং

অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়া (Assessment Criteria):

১. নীট কাপড় হ্যান্ডেলিংয়ের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়াদি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
২. নীট কাপড় যথাযথভাবে হ্যান্ডেল করা হয়েছে।

কাজের সময় প্রশিক্ষণার্থীকে অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে:

- প্রকৃত কর্মক্ষেত্র অথবা প্রশিক্ষণ পরিবেশ
- পিপিই
- ল্যাপটপ
- মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর
- হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার
- নীট কাপড়

শিখন উপকরণ (Learning Materials):

- সিবিএলএম
- হ্যান্ডআউটস
- বই, ম্যানুয়াল
- মডিউল / রেফারেন্স
- কাগজ
- কলম

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities)

এই শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিখনফলে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু এবং পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কার্জক্রমগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করুন। কার্জক্রমগুলোর জন্য বর্ণিত রিসোর্সসমূহ ব্যাবহার করুন।

শিখন কার্যক্রম (Learning Activities)	উপকরণ / বিশেষ নির্দেশনা (Resources / Special instructions)
• এই মডিউলটির ব্যবহার নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।	• নির্দেশনা পড়ুন।
• ইনফরমেশন শিট পড়তে হবে।	• ইনফরমেশন শিট ৩.১ পড়ুন।
• সেলফ চেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করতে হবে এবং উত্তরপত্রগুলোর সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।	• সেল্ফ-চেক (Self-Check) ৩.১ এ দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন। • উত্তরপত্র ৩.১ -এর সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে নিশ্চিত করুন।
• জব শিট ও স্পেসিফিকেশন শিট অনুযায়ী জব সম্পাদন করতে হবে।	• জব শীট ৩.১ ও জব স্পেসিফিকেশন শীট ৩.১ অনুযায়ী জব সম্পাদন করুন।

ইনফরমেশন শিট (Information sheet): ৩-১

নীট কাপড়ের হ্যান্ডেলিং পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারা

শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objective): এই ইনফরমেশন শীট পাঠ করে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- ✓ নীট কাপড় হ্যান্ডেলিংয়ে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ✓ নীট কাপড় যথাযথভাবে হ্যান্ডেল করতে পারবেন।

নীট কাপড় হ্যান্ডেলিং সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে এ কাপড়ের কিছু বৈশিষ্ট্য মনে রাখা প্রয়োজন।

১। নীট কাপড় বৈশিষ্ট্যগতভাবে নরম ও নমনীয় কাপড়।

২। এ কাপড় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টানলে বাড়ে।

৩। অনেক নীট কাপড়ে ইলাসটিসিটি বা স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে লাইক্রা বা স্পানডেক্স ব্যবহার করা হয়।

৪। স্থিতিস্থাপক সুতাযুক্ত পাতলা কাপড় খুব অল্প আঘাতেই ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৫। এ কাপড় যত বেশি পাতলা হয়, ততই কাপড়ের প্রান্ত বা কিনারা মুড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৬। নীট কাপড় সেলাই করা ওভেন কাপড়ের চেয়ে কঠিন।

নীট কাপড় হ্যান্ডেলিং পদ্ধতিঃ

নীট কাপড়ে সাধারনভাবে ইলাসটিসিটি বা স্থিতিস্থাপকতা থাকার কারণে এ কাপড় হ্যান্ডেলিং করার সময় যথেস্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কাজের সময় একজন নীট সুইং মেশিন অপারেটর নীট কাপড়ের কাট প্যানেল হ্যান্ডেল করে থাকে এবং এ কাজ তাকে অবিরতভাবে করতে হয়। নীটের কাট প্যানেল হ্যান্ডেল করার সময় অনুসরণীয় কিছু টেকনিক ও টিপস নীচে দেয়া হলো।

১। নীটের কাট প্যানেলের অপ্রয়োজনীয় নাড়াচাড়া বা টানাহেঁচড়া রোধ করতে হবে।

২। নীটের কাট প্যানেলের প্রসারণের দিকটি বুঝতে হবে।

৩। কাপড়ের প্রান্ত বা কিনারা মুড়ে গেলে প্রয়োজনে আয়রণ করে নিতে হবে।

৪। নীট কাপড় সেলাই করার জন্য যথাযথ নিডেল ও সুইংথ্রেড নির্বাচন করতে হবে।

৫। নীট কাপড় সেলাই করার জন্য কাপড়ের ধরণ অনুযায়ী মেশিন অ্যাডজাস্ট করতে হবে।

৬। নীট কাপড় সেলাই করার সময় স্বাভাবিকভাবে সেলাই করতে হবে, কোন অবস্থাতেই টানাটানি করা যাবে না।

৭। কোয়ালিটি বজায় রেখে সেলাই করতে হবে। কারণ সেলাই খুলে ত্রুটি ঠিক করতে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই কাপড় রিজেক্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

নীট কাপড় হ্যান্ডেলিংয়ে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ঃ

নীট কাপড় হ্যান্ডেলিংয়ে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়গুলো নীচে আলোচনা করা হলো।

কাপড়ের ডাস্টঃ নীট কাপড়ে কাটিং এর পর কাট প্যানেলের বান্ডিলে প্রচুর ডাস্ট হয়। এ ডাস্ট নাকে মুখে প্রবেশ করলে তা ফুসফুসের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

রাসায়নিকের কারণে শরীরের ত্বক জ্বালাপোড়াঃ নীট কাপড়ের ডাইং ও প্রসেসিং এর কাজে বিভিন্ন ধাপে অনেক রকমের রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। কাপড়ের রঙ ও রাসায়নিকের কারণে কখনো কখনো আমাদের শরীরে প্রভাব পড়তে পারে।

ত্বকের ঘর্ষণঃ অনেক সময় নীট কাপড় হ্যান্ডেলিংয়ের ফলে শরীরের বিভিন্ন স্থানে জ্বালাপোড়া ও চুলকানি এবং নানাবিধ এলার্জির সমস্যা দেখা দিতে পারে। এর ফলে চুলকানির কারণে অথবা নখের আঁচড়ে ত্বকে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে।

চোখ, নাক ও গলায় জ্বালাপোড়াঃ অনেক সময় ডাস্ট ও এলার্জির কারণে হাত পা ছাড়াও চোখ, নাক ও গলায় জ্বালাপোড়া হতে পারে। এ ধরণের প্রভাব পরিলক্ষিত হলে সাথে সাথে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

তবে এখানে উল্লেখ্য যে, কর্মকালীন সময়ে পি পি ই পরিধান করলে এবং নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলো মেনে চললে উপরোক্ত ক্ষতিগুলো থেকে সহজেই পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব।

নীট কাপড় হ্যান্ডেলিংয়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়াতে অবশ্য করনীয় বিষয়ঃ

১। ডাস্ট থেকে নিরাপদ থাকার জন্য কর্মরত অবস্থায় অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।

২। কর্মকালীন সময়ে সম্ভব হলে হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে, নতুবা নিদৃস্ট সময় পর পর সাবান দিয়ে হাত ভালোভাবে ধূতে হবে।

৩। কর্মকালীন সময়ে ফ্লোরে যথাসম্ভব খাদ্য গ্রহন থেকে বিরত থাকতে হবে।

৪। প্রচুর পরিমানে বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে।

৫। শরীরের কোন স্থানে জ্বালাপোড়া, চুলকানি বা অন্য কোন সমস্যা হলে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

সেলফ চেক শিট (Self Check Sheet) - ৩-১

প্রশিক্ষনার্থীদের জন্য নির্দেশনা:- উপরোক্ত ইনফরমেশন শীট পাঠ করে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন-

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. নীটের কাট প্যানেল হ্যান্ডেল করার সময় অনুসরণীয় ২টি টেকনিক উল্লেখ করুন।

২. কাপড়ের ধুলাবালি ও আঁশ অনবরত নাকে মুখে প্রবেশ করলে মানবদেহের কি ক্ষতি সাধিত হয়?

৩. কি করলে নীট কাপড় হ্যান্ডেলিং সংক্রান্ত ক্ষতিগুলো থেকে রক্ষা পাওয়া যায়?

বহুনির্বাচনী প্রশ্নঃ

১। নীট কাপড় যত পাতলা হয়, ততই ....

ক। পোশাক তৈরি করতে অসুবিধা হয়
খ। কাপড়ের প্রান্ত বা কিনারা কুঁচকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে
গ। পোশাক পড়তে অসুবিধা হয়
ঘ। পোশাক তৈরি করতে সুবিধা হয়

২। নীট কাপড়ের প্রান্ত বা কিনারা কুঁচকে গেলে প্রয়োজনে...............

ক। আয়রণ করে নিতে হবে
খ। ভিজিয়ে নিতে হবে
গ। রোদে শুকিয়ে নিতে হবে
ঘ। কুঁচকানো অবস্থায় সেলাই করতে হবে

৩। নীট কাপড় সেলাই করার পূর্বে যথাযথ এস, পি, আই নির্ধারণ করতে হবে............

ক। কাপড়ের রঙ অনুযায়ী
খ। কাপড়ের সুতা অনুযায়ী
গ। কাপড়ের পুরত্ব অনুযায়ী
ঘ। কাপড়ের মান অনুযায়ী

উত্তরশিট (Answer Key)- ৩-১

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তরঃ

১. নীটের কাট প্যানেল হ্যান্ডেল করার সময় অনুসরণীয় ২টি টেকনিক উল্লেখ করুন।

উত্তর: নীটের কাট প্যানেল হ্যান্ডেল করার সময় অনুসরণীয় ২টি টেকনিক হলোঃ

১। নীটের কাট প্যানেলের অপ্রয়োজনীয় নাড়াচাড়া বা টানাহেঁচড়া রোধ করতে হবে।

২। নীটের কাট প্যানেলের প্রসারণের দিকটি বুঝতে হবে।

২. কাপড়ের ধুলাবালি ও আঁশ অনবরত নাকে মুখে প্রবেশ করলে মানবদেহের কি ক্ষতি সাধিত হয়?

উত্তর: কাপড়ের ধুলাবালি ও আঁশ মানুষের নাকে মুখে প্রবেশ করলে তাতে ফুসফুসের মারাত্মক ক্ষতি হয় ।

৩. কি করলে নীট কাপড় হ্যান্ডেলিং সংক্রান্ত ক্ষতিগুলো থেকে রক্ষা পাওয়া যায়?

উত্তর: কর্মকালীন সময়ে পি পি ই পরিধান করলে এবং নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলো মেনে চললে নীট কাপড় হ্যান্ডেলিং সংক্রান্ত ক্ষতিগুলো থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

বহুনির্বাচনী প্রশ্নের উত্তরঃ

১। নীট কাপড় যত পাতলা হয়, ততই ....

ক। পোশাক তৈরি করতে অসুবিধা হয়
খ। কাপড়ের প্রান্ত বা কিনারা কুঁচকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে
গ। পোশাক পড়তে অসুবিধা হয়
ঘ। পোশাক তৈরি করতে সুবিধা হয়

২। নীট কাপড়ের প্রান্ত বা কিনারা কুঁচকে গেলে প্রয়োজনে...............

ক। আয়রণ করে নিতে হবে
খ। ভিজিয়ে নিতে হবে
গ। রোদে শুকিয়ে নিতে হবে
ঘ। কুঁচকানো অবস্থায় সেলাই করতে হবে

৩। নীট কাপড় সেলাই করার পূর্বে যথাযথ এস, পি, আই নির্ধারণ করতে হবে............

ক। কাপড়ের রঙ অনুযায়ী
খ। কাপড়ের সুতা অনুযায়ী
গ। কাপড়ের পুরত্ব অনুযায়ী
ঘ। কাপড়ের মান অনুযায়ী

সক্ষমতা পর্যালোচনা (Review of Competency)

প্রশিক্ষণার্থীর জন্য নির্দেশনা: নিম্নোক্ত দক্ষতা প্রমাণ করতে সক্ষম হলে **"হ্যাঁ"** এবং সক্ষমতা অর্জিত না হলে **"না"** ঘরে টিক চিহ্ন দিন।		
কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের মানদন্ড	**হ্যাঁ**	**না**
নীট কাপড় চিহ্নিত করা করা হয়েছে।		
নীট কাপড়ের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।		
নীট কাপড়ের বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করা হয়েছে।		
নীট পোশাক চিহ্নিত করা হয়েছে।		
নীট পোশাকের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।		
নীট কাপড় হ্যান্ডেলিংয়ে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।		
নীট কাপড় যথাযথভাবে হ্যান্ডেল করা হয়েছে।		

আমি (প্রশিক্ষণার্থী) এখন আমার আনুষ্ঠানিক যোগ্যতা মুল্যায়ন করতে নিজেকে প্রস্তুত বোধ করছি।

স্বাক্ষর ও তারিখঃ

প্রশিক্ষকের স্বাক্ষর ও তারিখঃ